# আরব মরুর অন্দরে

**রাজীব চক্রবর্তী**

সেবার দেশে ফেরার পথে যাত্রায় ছেদ নিয়েছি দুবাইতে। টুরিস্ট প্যাকেজের মধ্যে বেদুঈন জীবনের একটা স্বাদ নেওয়ার সুযোগ ছিল। আগে থেকেই অনেকের মুখে 'ডউন ব্যাশিং' এর গল্প শুনেছি। মধ্যপ্রাচ্যের আরব বেদুঈনদের কথাও শুনেছি। সেদিন বিকেল থেকেই সাজো সাজো রব। টুরিস্ট গাড়ি এসে যাবে। প্যাকেজ ট্যুরের রূপোলী মোড়কে পরিবেশিত হবে বেদুঈন সংস্কৃতি - সমৃদ্ধ একখানি রাত। উত্তেজনায় মন টান টান। তোজোড় শেষ হলে ঝাঁ চকচকে শহর ছাড়িয়ে ল্যান্ড ক্রুসার - এর সারি দুর্দন্ত গতিতে এগিয়ে চলল ললুদ মরুভূমির দিকে। কালো পীচের মসৃণ রাস্তা ছেড়ে গাড়ির সারি বেঁকে চলল মরুভূমির ভিতরে। এ যেন এক অনন্ত বালির সমুদ্র। সামনেই উঁচু নিচু ঢেউ -এর মতো দাঁড়িয়ে আছে বালিয়াড়ি। বিভিন্ন উচ্চতার। বিভিন্ন আয়তনের। তফাৎ নীল জলের বদলে হলুদ বালির রাশি। চঞ্চল ঢেউ - এর বদলে স্থবির বালিয়ারি। তারই মধ্যে নৌকার মতো নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছে জাপানী 'ল্যান্ডক্রুসার' গাড়ি। ঢাল বেয়ে নীচে থেকে ওপরে চরছে, পর মুহূর্তেই ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে নীচে আবার উঠছে, আবার নামছে। সমবেত যাত্রীদের উল্লাস অঅর ভয় - মিশ্রিত চিৎকার। এ এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। জলের বদলে চাকার পাশ দিয়ে ছিটকে পড়ছে বালির ফোয়ারা। এভাবেই উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে 'ডিউন ব্যাশিং' শেষ করে আমরা চললাম আরবিক কফি পানের আসরে। তারপর উটের পিঠে চড়ে মরুর বুকে সূর্যাস্থ দেখে মরুজাহাজের 'ডেকে' চড়ে দেখছি থালার মতো লাল সূর্য ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে মরুর গর্ভে। সূর্যাস্থের রক্তরাগ বেলা শেষে মরুর বুকে ছড়িয়ে দিচ্ছে এক অদ্ভুত প্রশান্তির প্রলেপ। আলো, ছায়া, রঙ বদলের মাঝে মরুভূমির এক নতুন রূপ দেখতে পেলাম। সূর্যাস্থের পর গরম হাওয়া ধীরে ধীরে ঠান্ডা হল। সন্ধ্যে হতে আমরা পৌঁছলাম এক বিশাল বেদুঈন তাঁবুতে। মরুভূমির মধ্যে টাঙানো রয়েছে সারি সারি তাঁবু। পেছনে খেজুর গাছের ঝোঁপ। পারস্যের কার্পেটে নীচু গতিতে বসবার ব্যবস্থা। হেলান দেবার জন্য ছোট ছোট তাকিয়া। সামনে বিশাল বার-বি-কিউ - তে কাবাব ঝলসান হচ্ছে। তার সঙ্গে আহো কিছু আরবিক আহার সহযোগে আজকের নৈশভোজন। মনোরঞ্জনের জন্য চড়া সুরের আরবীক ব্যান্ডের সাথে লাস্যময়ী 'বেলি ড্যান্সার'। বসে বসে সুমিষ্ঠ সুগন্ধি তামাকের গড়গড়া টানা অথবা নর্তকীর সঙ্গে শরীর দোলানো। এই করতে করতেই রাত বারোটা। রাতে মৃদু চাঁদের আলোয় মরুভূমির এক অন্যরকম মায়াবী রূপ। শুতে গেলাম তাবুর মধ্যে বেদুঈন কায়দার শয্যাতে। ভোরে উঠে মরুর বুকে সূর্যোদয় আর 'ডিউন স্কায়িং'। তারপর বেদুঈন সংস্কৃতির একটি স্বপ্নের রাতকে পছনে ফেলে হোটেলে ফেরা। সে রাতে তাঁবুর ভেতরে শুয়ে শুয়ে সত্যিই মনে হচ্ছিল শহর থেকে দূরে, আধুনিক নাগরিক জঙ্গালের বাইরে তারাঝলমল আাকাশের তলায় এই অদ্ভুত প্রশান্তিতে হারিয়ে যাওয়াই বেদুঈন জীবনের সব থেকে বড় আকর্ষণ। 'বেদুঈন মনটা যেমন মানে না কোনই বাঁধন।'

**বেদুঈনের ইতিহাস:**

যদিও আধুনিক কায়দার রূপোলী মোড়কে পরিবেশিত আরব বেদুঈন সংস্কৃতি। নিশ্চিত এই ভ্রমণ আকর্ষিত করে অস্যখ্য পর্যটকদের, বেদুঈনদের। মরুভূমির প্রকৃত জীবন কিন্তু কঠোর প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে যদ্ধ করে বাঁচতে শেখায়।

মধ্যপ্রাচ্যের আরব মরুভূমিই বেদুঈনদের আদি বাসস্থান। যদিও তারা ধীরে ধীরে জীবনধারণের তাগিদে পার্শ্ববর্তী উর্বর স্থানেও ছড়িয়ে পড়ে। ইতিহাসের সূত্র অনুযায়ী তাদের দুটি মূল ধারা। প্রথম ধারার বেদুঈনরা ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ পশ্চিম আরবে- বর্তমানের ইয়েমেন। দ্বিতীয় ধারা চলে যায় উত্তর কেন্দ্রীয় আরবে- বর্তমানের সিরিয়াতে। বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত এই বেদুঈনদের গোষ্ঠীর ভেতরের বন্ধন জোরালো হলেও অন্য গোষ্ঠীর সাথে অন্তর্দ্বন্দ্ব কলহ আর শত্রুতা এদের লেগেই আছে। এদের অন্তর্দ্বন্দ্ব কেউ খুন বা জখন হলে, খুনের বদলে খুন, রক্তের বদলে রক্তই একমাত্র সমাধান।

এরা সবাই ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে জীবন যাপনে অভ্যস্ত। জমিজামা, উট, ভেড়া বা ছাগলের পাল কোন কিছুরই ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। সব কিছুই ছিল একটি গোষ্ঠীর সম্পত্তি। গোষ্ঠীর প্রধান 'শেখ' হিসেবে পরিচিত। তিনি নির্বাচিত হতেন গোষ্ঠীর বর্ষিয়ান সদস্যদের পছন্দ অনুযায়ী। শেখের অঙ্গুলি হেলানে চলত গোষ্ঠীর সমস্ত সামাজিক কাজকর্ম, এক প্রান্ত থেকে অপেক্ষাকৃত অনুকূল প্রান্তরে স্থানান্তরকরণ ইত্যাদি।

আরব মরুভূমি বসবাসের জন্য কোনকালেই খুব অনুকূল ছিল না। গ্রীষ্মের দিনে মাথার উপর সূর্যের জ্বলন্ত চুল্লী চারপাশে উত্তপ্ত হাওয়া, কখনো মরুঝঞ্ঝা, শীতের রাতে হিমেল হাওয়া, আর এক ফোঁটা বৃষ্টির জন্য বছরের পর বছর ধরে প্রতীক্ষা, আবার কখনো অকস্মাৎ প্লাবনে ভেসে যাওয়া- এই সব প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা বেদুঈনদের সততই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই এই প্রতিকূলতাকে জয় করে স্থান থেকে স্থানান্তর এগিয়ে যাওয়াই বেদুঈন তথা যাযাবর জীবনের মূল মন্ত্র হিসেবে গণ্য হয়েছে। বেদুঈনদের মূল জীবিকা ছিল পশুপালন। প্রয়োজনের তাগিদে কৃষিকাজে, শস্য উৎপাদনে হাত লাগাতে হয়েছে। ধীরে ধীরে মরুপথের বাণিজ্যের ভার তুলেও নিয়েছিল তারা। দক্ষিণের ইয়েমেন অপেক্ষাকৃত উর্বরা ছিল বলে সেখানে স্থানান্তর ঘটেছিল দ্রুত ত্রয়োদশ থেকে সপ্তম শতাব্দী খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মিনায়ান (Me'neaeen) রাজত্ব, নবম শতাব্দী থেকে ১১৫ খ্রীস্টপূর্বাব্দে শেবান রাজত্ব আর ১১৫ খ্রীষ্ট পূর্বেথেকে ৫২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হিমাই রাইট রাজত্ব সেখানে রাজত্ব করেছে সগৌরবে। তারপর প্রথম খ্রীস্টিয়ান আর পরে পার্শিয়ান প্রভুত্বের বিস্তার হয় সেখানে। অন্যদিকে উত্তর এবং কেন্দ্রীয় আরবে ভবঘুরে বেদুঈনরা জমায়েত হয়। চালায় তাদের গোষ্ঠি প্রভুত্ব। মক্কা ছিল তাদের তীর্ধস্থান। মূর্তি পূজোয় বিশ্বাসী ছিল তারা। প্রায় ৩৬০টি মূর্তিপরিবৃত 'কাবা' মন্দির ছিল সমস্ত গোষ্ঠীর তীর্থধাম। রোমান আমলে নবাটিয়ান আরব গোষ্ঠীর একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করে বর্তমান জর্ডনের পেট্রাতে। সিনিয়ান মরুভূমির পামিরিয়া আর একটি তৃতীয় শতাব্দীতে স্থাপিত বেদুঈন সাম্রাজ্য যা রোমানরা ধ্বংস করে ২৭৩ খ্রীষ্টব্দে - তে প্রথম শতাব্দীতে কিন্তু আরব সমপ্রদায় খ্রীষ্টধর্মে তে দীক্ষিত হয়ে 'নজরান' (দক্ষিণ আরব) তে তাদের কেন্দ্র স্থাপন করে। সমসাময়িক বেদুঈন রাজত্বের মধ্যে ইয়ারমাক নদীর পাড়ে গসান রাজ্য আর

ইউপ্রেটিস নদীর পারে হিরা রাজ্য উল্লেখযোগ্য।

সপ্তম শতাব্দীতে তখন এই রাজ্যগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বে নিজেদেরকে নিঃশেষ করে ফেলেছে, নবী হযরত মহম্মদ ইসলাম ধর্মের বাণী নিয়ে বিশ্বজয়ের বেরোন। বেশিরভাগ বেদুঈনরাই তখন মুসলিম ধর্মে রূপান্তরিত হন। মুসলিমরা একত্রিত হয়ে এক সৈন্যবাহিনী গঠন করে, যার সিংহভাগই ছিল দুঃসাহসিক বেদুঈনরা। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তারা সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর, উত্তর আফ্রিকা, ইরাক আর পারস্য জয় করে সুবিশাল মুশলিম সাম্রাজ্য স্থান করেন। খলিফারা ছিলেন এই সব রাজ্যের শাসনকর্তা। দামাস্কাস, বাগদাদ, কায়রো ছিলেন মূল শক্তি কেন্দ্র। তখনই চারিদিকে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটে গেল। জীবনযাত্রা হয়ে উঠল উন্নততর। সুসভ্য নগরবাসীরী বেদুঈনদের নীচু নজরে দেখতে শুরু করল।

এরপর তুরস্কের অটোম্যন শাসন আরবে প্রবেশ করলে আধুনিকতার দরজা খুলে গেল। জমি জমার ব্যক্তিসত্তায় রেকর্ড শুরু হয়ে গেল বেদুঈনদের গোষ্ঠীপ্রথা ধাক্কা খেল তখনই।

**বেদুঈন সমাজ :**

মধ্যপ্রাচ্যে এখনও তিনদেশীয় জনজাতির বসবাস। মরুভূমিতে ভবঘুরে বেদুঈন, গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত কৃষক আর নগরাঞ্চলে কর্মরত আধুনিক শহরবাসী। বেদুঈন জীবন-যাপনের ধরনধারণ গ্রামীণ কৃষক বা শহরবাসীদের থেকে আলাদা। চরৈবেতিই যেখানে জীবনের মূল মন্ত্র, সেখানে প্রতিষ্ঠিত জীবনের আশায় আতিশয্য স্বভাবতই অনুপস্থিত। বেদুঈনরা বিভিন্ন গোষ্ঠী বা 'কাফিলা' - তে বিভক্ত যা আবার কতিপয় উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত। এই উপগোষ্ঠীগুলি আবার বিভিন্ন পারিবারিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এদের পারিবারিক বন্ধন অত্যন্ত শক্তিশালী। এই বন্ধনকে আরো দৃঢ় করা হয় আর্ন্তপারিবারিক বিবাহের মাধ্যমে। খুড়তুতো বোনেরাই বিবাজের জন্য অগ্রগণ্য। গোষ্ঠীপতি 'শেখের' নির্দেশেই গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্য পরিচালিত হয়। বহমান শতাব্দী ধরে বেদুঈনরা এক কঠোর নৈতিক অনুশাসন মান্য করে চলেছে। গোষ্ঠীর প্রতি বিশ্বাস, অনুগত্য, সম্মান, সেবাযত্ন সর্বোপরি অন্য গোষ্ঠীর প্রতি প্রতিহিংসা এই অনুশাসনের প্রধান অঙ্গ। বেদুঈন সমাজের এই অনুশাসন ভঙ্গকে সব থেকে ঘৃণিত কাজ বলে মনে করা হয়।

প্রতিটি গোষ্ঠী পশুচারণ আর তাঁবু খাটাবার জন্য আলাদা আলাদা জায়গা অধিকার করে। এক গোষ্ঠীর মধ্যে তারই কুলীন বলে গণ্য হয় যারা নিজেদেরকে দক্ষিণ আরবের ইয়েমেন বা উত্তর আরবের ক্যায়ামী বংশোভূত বলে প্রমাণ করতে পারে। মধ্যপ্রাচ্য এবং সংলগ্ন মরু অঞ্চলে প্রায় একশ'র বেশি বেদুঈন গোষ্ঠী আছে। যাদের সদস্য সংখ্যা এক হাজারেরও বেশি। কতিপয় বৃহৎ গোষ্ঠী আছে যাদের সদস্য সংক্যা প্রায় এক লাখ। আনাজা গোষ্ঠী আরব দুনিয়ার বৃহত্তম গোষ্ঠী। তাদের উচ্চতম শেখ সিরিয়ার দামাস্কাসে বসবাস করেন। সৌদি আরবের শাসক ইবন সৈয়দ পরিবার আর কুয়েতের শাসক 'মাবা' পরিবার উভয়েই আনাজা গোষ্ঠীসম্ভূত।

**বেদুঈন তাঁবু :**

বেদুঈন জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বেদুঈন শিবির এবং তাদের তাঁবু। ছাগল, ভেনা কিংবা উটের লোম থেকে হাতে বোনা কাপড়ে তৈরি তাঁবুতে বসবাস করে বেদুঈনরা। তাঁবুর সম্ভের সংখ্যাই তাঁবুর মালিকের সম্পদ আর সামাজিক মর্যাদার মান্য হিসেবে মান্য হয়। মরু জীবনে ও মরুর পরিবেশে তাঁবুর অবদান অনবদ্য। এক ঘন্টার মধ্যে তাঁবুকে টাঙিয়ে ফেলা যায় বা গুটিয়ে ফেলা যায়। মরুর বুকের রাতের শৈত্যে তাঁবুর ভেতর গরম থাকে। দুপুরের গরমে তাঁবুর দেয়াল গুটিয়ে ওপরে উঠিয়ে দিলে য়ায়ার তলায় তাঁবুতে ঠাণ্ডা হাওয়া দেয়। তাঁবুর সম্মুখবাগ পুরুষদের দখলে। পেছন দিকের অংশ মলিহাদের জন্য। পর্দা দিয়ে পৃথক করা থাকে তাঁবুর বিভিন্ন অংশ। পুরুষদের জায়গাটি মজলিশ (drawing room) হিসেবেও ব্যবহৃত হয় অতিথি ও অভ্যাগতদের জন্য। মেঝেতে পাতা থাকে গালিচা। তার ওপর জাজিম আর তাকিয়ো, শোওয়া বা বসার জন্য ব্যবহৃত হয়। জল এবং খাদ্যদ্রব্য তাঁবুর পেছনের দিকে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। অবস্থাপন্ন বেদুঈনদের তাঁবুতে জেনারেটের , টেলিভিশন, সেলাই মেশিন এবং আধুনিক জীবন যাপনের বিভিন্ন উপকরণ দেখতে পাওয়া যায়। উট কিংবা ছাগলের পালের সাথে ট্রাক্টর এবং পিক্ আপ্ ভ্যান আধুনিক বেদুঈন জীবনধারণের ষোলকলা পূর্ণ করে। মধ্যপ্রাচ্যের আধুনিক আরব জীবনধারাও কিন্তু বেদুঈন সংস্কৃতির আধুনিক মার্জিত সংস্করণ।

**পোষাক - আশাক:**

সূর্যের তীব্র দাবদাহ, বালির ঝড় কিংবা শৈত্যের তীব্রতাকে পরাজিত করতে নারী পুরুষ নির্বিশেষে মাথা থেকে পা অবধি ঢাকা ঢিলে - ঢালা পোশাক পরে বেদুঈনরা। পুরুষদের জন্য আছে পুরো হাতাওয়ালা পা অবধি লম্বা আলখাল্লা। আর মেয়েরা ব্যবহার করে পুরো হাতা ম্যাক্সি জীতীয় পোশাক। পুরুষদের পোশাক সাধারণত সাদা হলেও মেয়েরা কিন্তু রঙিন পোশাক ব্যবহার করতে ভালোবাসে। পুরুষদের মাথা আবৃত থাকে 'মাসাদ্দ' নামক কাপড়ের টুকরো দিয়ে। তাতে আবার নানা রকম নক্সা। মেয়েরাও কলো স্কার্ফ দিয়ে মাথা ঢেকে রাখে। শীতে কোট বা প্যান্ট পরে এরা।

**খাওয়া - দাওয়া:**

বেদুঈনদের খাওয়া - দাওয়া কিন্তু একঘেয়ে মতো। আটা, ময়দা, বার্লি, চাল আর কিছু ডাল ব্যবহার করে দৈনন্দিন খাদ্যে এরা। গবাদি বশুর থেকে আহরিত দুধ,দই, ঘরে তৈরি তীজ খায়। বাইরে খোলা উনুনে লোহার উপুর করা কড়াইতে বিশালকার রুটি (কুসব) তৈরি হয়। ভারত ও পরিবেশিত হয় বিশালাকার থালায়। অনেকে মিলে বিশাল থালার চারধারে গোলাকারে হাঁটু গেড়ে বসেল আহার সমাপ্ত করে। এঁটো-কাটার কোন বালাই নেই। ঝলসানো বা সেদ্ধ মাংস খায় এরা। কবীরদের কাছে অবশ্য মাংস খাওয়া বিলাসিতা। তবে অতিথি সমামমে ছাগল ভেনঅ আর বিয়ে শাদীতে উটের মাংস সত্যিই 'ডেলিকেসি'। শুকনো ফল বিশেষত খেজুর এরা খাবারের সাথে সব সময়ে ব্যবহার করে। খাবার পর গড়গড়াতে তাম্বাকু সেবন বিশেষ

আয়েশের বস্তু।

**আতিথেয়তা:**

বেদুঈনদের আথিথেয়তা অতুলনীয়। অতিথিকে নারায়ণতুল্য সেবা যত্ন করে এরা। কোন অচেনা লোক এমনকি শত্রুও যদি কোন বেদুঈন তাঁবুতে যায় তিনদিনের নিশ্চিত খাওয়া-দাওয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

অতিথি এলেই সাথে সাথে গালিচা বিছিয়ে দেওয়া হয়। ছোট্ট ছোট্ট কাপে লাল চা পবিবেশিত হয়। এদের আতিথেয়থার আরো একটি বিশেষত্ব কফি পরিবেশন। বিশেষভাবে তৈরি রোস্টেড কফি বীজের গুঁড়ো আর এলাচি দানা বার বার ফুটিয়ে তৈরি করা হয় এই কফি। এর নাম 'কাওয়া'। ছোট ছোট ডিমাকৃতি কাপে বারে বারে অতিথিদের পরিবেশিত হয় এই কফি। এই বিশে, কফি তৈরিতে নৈপুণ্য বেদুঈনদের এক গর্বের বিষয় হিসেবে গণ্য হয়। নিজেদের কপালে রোজ না জুটলেও অতিথিদের জন্য কিন্তু ছাগল ভেড়া জবাই করা হয়। অতিথি সংকারের জন্য এরা নিজেদের শেষ সম্বল ভেড়াটিকে মারতে কিংবা প্রতিবেশীদের থেকে ধার করতেও পিছপা নয়। ইয়েমেনে থাকাকালীন বেশ কয়েক বার কর্মসূত্রে নিমন্ত্রিত হয়েছি সুস্থিত বেদুঈন পরিবরে। আতিথেযতার উষ্ণতা হৃদয়কে স্পর্শ করলেও আদর করে দেওয়া এঁটো ভেড়ার ঠ্যাং বা ছাগলের চেয়ে থাকা মাথা দেখে গুলিয়ে উঠেছে গা।

**সমাজে নারীর স্থান:**

বেদুঈন সমাজে মেয়েদের মর্যাদা কম হলেও কিন্তু আরবের সভ্য দুনিয়ার শহুরে মেয়েদের মতো এরা পার্দনসীন নয়। বোরখার আড়ালে লুকিয়েও থাকতে হয় না এদের মুখে ঢেকে । মেয়েরা সংসারের কাজে কঠোর পরিশ্রম করে। তাঁবু খাটানো, পশু চারানো, খাবার বানানো, জল আনা, কাপড় বোনা, শিশু পালন ও পুরুষদের পরিচর্যা সবই করতে হয় এদের। অন্য কোন পুরুষদের সাথে কোথায় যাওয়া বা কথা বলাতে এরা শহুরে মেয়েদের তুলনায় সামাজিকভাবে অপেক্ষাকৃত মুক্ত। খুড়তুতো ভাই বোনদের মধ্যে যখন বিয়ে ঠিক হয় উভয়ের সম্মতি আছে কিনা জেনে নেওয়া হয়। সম্মতি নিয়ে অন্য কোন পছন্দের পুরুষকে জীবনসঙ্গী করার অধিকারও আছে বেদুঈন মেয়েদের। মুসলিম সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত থাকলেও দেুঈন সমাজে বহুবিবাহ খুব একটা জনপ্রিয় নয়। তবে বিহার বিচ্ছেদ খুবই মামুলি ব্যাপার।

**জীবিকা:**

প্রাচীনকাল থেকে পশুপালন আর লুণ্ঠনই বেদুঈন পুরুষদের প্রধান বৃত্তি হিসেবে গণ্য হয়। চারণ ভূমির খোঁজে মাঝে মাঝেই তাদের পশুর পাল নিয়ে কঠিন মরুর বুকে হাজার হাজার মাইল ঘুরতে হয়। মরু জাহাড উটকে তখন ভরসা। উট উৎপাদন করা বেদুঈনদের এক পুণ্যতম বৃত্তি। উটদের এরা প্রচণ্ড যত্নআত্তি করে। এক শৃঙ্ঘ বিশিষ্ট সর্বোৎকৃষ্ট উটের জন্মস্থান ওমানের মরুভূমি। উট উৎপাদক ও পালক গোষ্ঠীর স্থান সমাজে উঁচুতে। তারা বেশির ভাগই অবস্থাপন্ন এবং সংঘবদ্ধ। ভেড়া বা ছালগ পালনকারী গোষ্ঠীর স্থান নীচে এবং তারা কৃষ্টি জমির কাছাকাছি বসবাস করে।

যতদিন না পশ্চিম থেকে ভীরতমুখী সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হয়নি, উটের ক্যারাভান ছিল 'রেশম পথ' দিয়ে ইউরোপের সাথে আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য হয়ে কেন্দ্রীয় এশিয়া ভারত ও চীনের একমাত্র বাণিজ্য তরণী। মরুর মাঝে দুর্গম এই পথে হাজার হাজার উটের এই ক্যারাভান চিল বেদুঈনদের একচেটিয়া। ক্যারাভান নিয়ে যেতে পথ প্রদর্শক, প্রহরী কিংবা চালকের কাজ করা, কখনো কখনো অন্য গোষ্ঠীর লুণ্ঠনের হাত থেকে ক্যারাভানকে রক্ষা করাও ছিল এদের পেশা। সমুদ্রপথ আবিষ্কারের পর জাহাজ, মরু বুক চিরে রাস্তা তৈরির পর ট্রাক, ট্রেকার আর আকাশে উড়োজাহাজ ক্যারাভানের গুরুত্ব কেড়ে নিলেও একে কিন্তু বিলুপ্ত করতে পারেনি। যানবাহানের সস্তা উপায় হিসেবে আজও মরুভূমিতে উটের ক্যারাভান ব্যবহৃত হয়।

কোনও কোনও বেদুঈন গোষ্ঠী আবার মনোরঞ্জনকারী নাচগান করে জীবিকা নির্বাহ করে। সমাজে এদের স্থান নীচু তলায়।

**আজকের বেদুঈন:**

আজকের দিনে বেদুঈনরা আরব সমাজের দরিদ্রতম অংশে অন্তর্ভূক্ত হলেও তারা কিন্তু তাদের জীবনধারা নিয়ে এখনো গর্ববোধ করে। মধ্যপ্রাচ্যের সম্সত দেশেই এককালীন বর্ধিষ্ণু বেদুঈন জনসংখ্যা ধীরে ধীরে কমে আসছে। ওটোম্যান সাম্রাজ্যের নতুন ব্যক্তিসত্ত্বা অনুযায়ী চারণভূমির উপর সরকারী হস্তক্ষেপ, সরকার থেকে বেদুঈনদের গ্রামে বা শহরে প্রতিষ্ঠিত করবার বিভিন্ন প্রচেষ্টা, গ্রামীণ নিশ্চিত জীবনের নিরাপত্তা আর শহরের উন্নত আয়েসী জীবনধারার আকর্ষণ বেদুঈনদের ধীরে ধীরে যাযাবর জীবন বৃত্তি থেকে স্থিত জীবনের দিকে টেনে এসেছে আজকে। ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ -এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে তেল উৎপাদন যখন রমরমা, চারিদিকে প্রচুর কাজের সুযোগ সৃষ্টি হল। বেদুঈনরা অনেকেই গাড়ির চালক, রক্ষী হিসেবে কিংবা সেনাবাহিনী তে যোগদান করে নগর জীবনে থিতু হল।

বেদুঈনরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে' বিশ্বাসী যা কোনও দেশের সরকারের পক্ষে হজম করা কঠিন। এক দেশের থেকে অন্য দেশের প্রতি কর্তত্ব বজায় রাখবার জন্য সাহসী বেদুঈনদের দেশীয় সরকারের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়াই এক রাজনৈতিক খেলা। তাই দেশের মধ্যে বদুঈনদের অনুগত রাখবার জন্য সমস্ত সরকারই বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে তাদেরকে থিতু করে আভ্যন্তরীণ শান্তি বজায়ে আগ্রহী। আজকের দিনে অনেক বেদুঈনরাই আধুনিক সমাজে মিশে গেলে তাদের জীবনধারাই সবচেয়ে মার্জিত আচরণ। সময় পেলেই তারা গাড়ি নিয়ে ঘুরতে বেরিয়ে পড়ে মরুভূমির বুকে, কিংবা দুগতম পাহাড়ে। লম্বা ছুটিতে শহুরে বাড়ি বন্ধ করে চলে যায় পাহাড়ী ঢালে কিংবা মরুর গ্রামে তাঁবুর নীচে থাকতে। প্রকৃতির রূপ রস আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা এখনো তাদের মনে সমান সজীব।